জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলী থানার মেরীগঞ্জ-১ অঞ্চল কমিটির সদস্য কমরেড ইস্রাফিল ঘরামী ৯ জুলাই রাতে জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হলে তাঁকে ক্যানিং হাসপাতালের পর কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

এই মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। অগণিত কর্মী, সমর্থক, দরদি তাঁর বাড়িতে ছুটে যান শ্রদ্ধা জানাতে। সংবাদ পেয়ে ছুটে আসেন ক্যানিং থানার ইটখোলা অঞ্চল সম্পাদক কমরেড আমিরুল সরদার। জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বাদল সরদার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার প্রমুখ।

কমরেড ইস্রাফিল ঘরামী কৈশোরে পার্টির সাথে যুক্ত হন। শহিদ কমরেড মোকাররম খাঁয়ের নেতৃত্বে সাতের দশকের শেষের দিকে এই এলাকায় মজুরি বৃদ্ধি, বেনাম ও খাসজমি উদ্ধার আন্দোলনে উত্তাল সময়ে ওই গ্রামের প্রয়াত কমরেড মোনাজাত পিয়াদা ও এরাদালী গাজির মাধ্যমে কমরেড ঘরামী পার্টির কাজ শুরু করেন। উত্তরোত্তর নিজেকে দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে অঞ্চল কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। কমরেড ইস্রাফিল ঘরামী গ্রামের প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। পার্টির প্রতিটি কর্মসূচিতে কর্মী, সমর্থকদের সাথে তাঁর পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে যুক্ত করার প্রয়াস ছিল লক্ষণীয়। নিজের দারিদ্র্যকে তুচ্ছ করে পার্টি পরিবারের বিপদে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এমনকী কঠিন রোগাক্রান্ত কোনও মানুষের দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা চালাতে অন্য কর্মীদের সাথে বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুলে খরচ চালাতে সাহায্য করতেন। এরই পাশাপাশি তাঁকে পার্টির কাজ করার অপরাধে বহু মারধোর খেতে ও গৃহছাড়া হতে হয়েছে। এরকম শত বাধা অগ্রাহ্য করেও দল ও সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজ থেকে নিজেকে বিরত করেননি। তাঁর অকাল প্রয়াণে দল যেমন একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে হারাল তেমনি এলাকার মানুষ হারাল তাঁদের সব সময়ের বিপদের সাথীকে।

জীবনাবসান

কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ-২ অঞ্চলের বিশিষ্ট পার্টি সংগঠক কমরেড পার্বতী নস্কর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৬ জুলাই ৯০ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রথম জীবনে তেভাগা আন্দোলনের কর্মী হিসাবে তাঁর সংগ্রামী জীবন শুরু হয়েছিল। ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোলনের সময় এস ইউ সি আই (সি) নেতা কমরেড প্রবোধ পুরকায়েত ও অঞ্চল সম্পাদক কমরেড তরণী মণ্ডলের সংস্পর্শে এসে তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলে যুক্ত হন। শহিদ কমরেড মোকাররম খাঁ, কমরেড তরণী মণ্ডল ও কমরেড পার্বতী নস্করের নেতৃত্বে মেরিগঞ্জ অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন তীব্র হয়। বেনাম জমি উদ্ধার ও গরিব ভূমিহীন চাষিদের তা বিতরণে কমরেড পার্বতী নস্কর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হন। ডোঙাজোড়া রমানাথ হাইস্কুল ও ডোঙাজোড়া সুন্দরবন মার্কেট প্রতিষ্ঠায় তার বিশেষ অবদান ছিল। ডোঙাজোড়া অঞ্চলে তাঁর বাড়িটিই পার্টি অফিস হিসাবে কাজ করেছে।

প্রয়াত কমরেড স্মরণে ২৩ জুলাই ডোঙাজোড়া রমানাথ হাইস্কুলে প্রবল বর্ষার মধ্যেই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত কমরেডের সহযোদ্ধা কমরেড ভূষণ নস্কর। বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট জননেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ও কুলতলির পূর্বতন বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার।

কমরেড পার্বতী নস্কর লাল সেলাম